হিন্দি সাহিত্যের রূপরেখা

চিত্রিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

অক্ষর প্রকাশনী

HINDI SAHITYER RUPAREKHA
(Outline of Hindi Literature)
by Dr. Chitrita Bandyopadhaya

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা ২০০৪
দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ
মার্চ, ২০১৯

প্রকাশক
নারায়ণচন্দ্র ঘোষ
অক্ষর প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা ৯
৯৮৭৪৮৪৩৮৬৭

প্রচ্ছদ
সোমনাথ ঘোষ

অক্ষর বিন্যাস
প্রিন্টম্যাক্স, ইছাপুর

মুদ্রক
বসু মুদ্রণ, কলকাতা ৪

ISBN 978-93-83161-00-3

১২০ টাকা

সূচিপত্র

প্রেক্ষাপট	৭
ভূমিকা	১০
ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র (১৮৫০-১৮৮৫)	৩৪
প্রেমচন্দ (১৮৮০-১৯৩৬)	৫৮
সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী নিরালা (১৮৯৯-১৯৬১)	৮০
মহাদেবী বর্মা (১৯০৭-১৯৮৭)	১১৩
নাগার্জুন (১৯১১-১৯৯৮)	১২৯
ফণীশ্বরনাথ রেণু (১৯২১-১৯৭৭)	১৪১
গ্রন্থপঞ্জি	১৬৭

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকেই প্রশ্ন করছেন, 'তুমনে কভী কোশী কবলিত জনো, অকাল পীড়িতো আউর শরণার্থিয়ো কে দুখ দর্দ কো ভোগকর জাতী জাগতী ছবিয়াঁ আঁকী থী? ক্যায়া হো গয়া তুঝে জো ইস তরহ 'বোতল প্রসাদ' হো গয়া তু'—(তুমিই কখনও কোশী কবলিত মানুষের, আকাল পীড়িত এবং শরণার্থীদের দুঃখ দরদের মধ্যে থেকে তাদের জীবন্ত বাস্তব ছবি এঁকেছিলে? কী হয়ে গেছ তুমি যে এমন 'বোতল প্রসাদ' বনে গেছ?)

বন্যার উপর লেখা এক অসাধারণ রিপোর্তাজ 'পুরাণী কহানী : নয়া পাঠ' (১৯৬৪)। বান আসা রেণুর জন্য পুরনো কাহিনি কিন্তু তাঁর নতুন পাঠ রচিত হয়েছে। এখানে সুবিধাবাদী রাজনীতি এবং সমাজে প্রতিনিধি স্বার্থান্বেষী জনসেবকদের প্রকৃত চরিত্র চিত্রণই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এরা বন্যা নিয়েও রাজনীতি করে এবং বন্যা কবলিত অসংখ্য অসহায় মানুষের সাহায্যের নামে স্বার্থসিদ্ধি করে। রেণু দেখাতে চেয়েছেন সমাজের একটা শ্রেণী কীভাবে মানুষের জীবনের মূল্যে নিজেদের আখের গোছায়।

কথাসাহিত্যিক রেণুর রিপোর্তাজগুলি তাঁর গল্প উপন্যাসের থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং বেশিই। তবে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই ধরনের অজস্র লেখাগুলির অধিকাংশই পাওয়া যায় না। তবুও যা লভ্য, তার থেকেই হিন্দি রিপোর্তাজ রচনায় রেণুর কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়। রেণুর রিপোর্তাজ শুধুই রিপোর্ট নয়, তা মূলত কথা সাহিত্যেরই অঙ্গ। তাঁর স্পষ্ট অকপট সতেজ রাজনৈতিক ভাবনার প্রকাশ যেমন তাঁর গল্পগুলিতে, তারই স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ প্রতিফলন তাঁর রিপোর্তাজ।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রতিফলন রেণুর রচনায়। হিন্দু সাহিত্যের নতুন যুগে শুধু ভাবনার ক্ষেত্রে নয়, প্রয়োগ পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও রেণু স্বতন্ত্র। উত্তর-স্বাধীনতা কালের স্বপ্ন-ভঙ্গের বাস্তব প্রেক্ষিতে, নতুন ভূমি ব্যবস্থায় সমাজ ও মানুষের সময় ও মানুষের সংঘাতের রূপায়ণ রেণুর কথাসাহিত্য ও নিবন্ধ। বাংলা উপন্যাস 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এ বাস্তবের ভুলভ্রান্তির মধ্যেও বদলে যাওয়া মানুষের নিজের অধিকার বুঝে নেবার কাহিনি রচনা করেছেন সতীনাথ ভাদুড়ী। রাষ্ট্র ও সমাজ সচেতন সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব রেণু সমাজ পরিবর্তনের ধারাপথে সংঘর্ষরত মানুষের নতুন ইতিহাস তৈরি করেছেন। ব্যক্তিগত জীবন, জীবন-লব্ধ অভিজ্ঞতা এবং বাস্তব জীবনবোধ রেণুর লেখায় এক নতুন রূপ দিয়েছে—সংযোজিত হয়েছে হিন্দি তথা ভারতীয় সাহিত্যে এক অন্য মাত্রা।

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

'হিন্দি সাহিত্যের রূপরেখা' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো। প্রথম সংস্করণে কিছু অনিচ্ছাকৃত মুদ্রণ প্রমাদ এবং তথ্যগত অসম্পূর্ণতা সংশোধন করা হয়েছে বর্তমান সংস্করণে। 'ভূমিকা' অংশেও রয়েছে কিছু পরিবর্তন এবং সংযোজন। ধন্যবাদ জানাই অক্ষর প্রকাশনীর শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষকে। তাঁর একান্ত আগ্রহেই বইটির দ্বিতীয় প্রকাশ।

বাংলা বিভাগ
শ্রীশিক্ষায়তন কলেজ
কলকাতা-৭১

চিত্রিতা বন্দ্যোপাধ্যায়